কালের কণ্ঠ

তারিখ 04 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম 2

জাবিতে গবেষণাপত্রে জালিয়াতি!

জাবি প্রতিনিধি ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের দুই শিক্ষক ও ফার্মেসি বিভাগের এক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) একজন জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। এদিকে গবেষণা জালিয়াতিতে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আফরোজা পারভীন, সহকারী অধ্যাপক মো. মাহমুদুল হাসান ও ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থী মো. রাকিব হাসানের বিরুদ্ধে 'ব্রিটিশ মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ জার্নাল'-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশে জালিয়াতির অভিযোগ করেছেন আইসিডিডিআরবির জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও এন্টেরিক অ্যান্ড ফুড মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরির প্রধান কায়সার আলী তালুকদার। গত ২২ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে পাঠানো চিঠিতে তিনি জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান।

প্রশাসন বরাবর পাঠানো চিঠিতে কায়সার আলী তালুকদার বলেন, ডায়রিয়া রোগের জন্য দায়ী, 'সালমোনেলা' প্রজাতির ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিষেধক তৈরির উদ্দেশে পরিচালিত গবেষণা সম্প্রতি প্রবন্ধ আকারে 'ব্রিটিশ মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ জার্নাল'-এ প্রকাশ করেছেন আফরোজা পারভীন। জার্নালের ২০১৫ সালের ভলিউম ছয় ও ইস্যু নম্বর একের ৪১-৫৩ পৃষ্ঠায় ওই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আইসিডিডিআরবির আর্থিক সহায়তায় তাঁর তত্ত্বাবধানে ওই গবেষণা প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছে এবং প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত গবেষণাটির পরিকল্পনা করেছেন তিনি নিজেই। কিন্তু গবেষণা প্রবন্ধটি আফরোজা পারভীন তাঁর অনুমতি ছাড়াই জার্নালে প্রকাশ করেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিতে গবেষণার নকশাকারী হিসেবে আফরোজা পারভীন ও মাহমুদুল হাসানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তাঁরা দুজন গবেষণার পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ, গবেষণার ক্রম, পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়া তৈরি ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য অনুসন্ধান করেছেন। জানা যায়, প্রবন্ধে ২০07 থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত আইসিডিডিআরবির নমুনা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আফরোজা পারভীন ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত ওই ল্যাবরেটরিতে গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। ২০১২ সাল পর্যন্ত কাজ করে তিনি কিভাবে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত নমুনা পেলেন, তা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেন কায়সার আলী তালুকদার। আফরোজা পারভীন ২০০৮ সালের নভেম্বর থেকে ২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সোহেল আহমেদ ও কায়সার আলী তালুকদারের যৌথ তত্ত্বাবধানে গবেষণা শিক্ষার্থী ছিলেন। চিঠির বিষয়টি নিশ্চিত করে কায়সার আলী তালুকাদার বলেন, 'আমার আইন উপদেষ্টা বিষয়টি দেখছেন।' এ বিষয়ে আফরোজা পারভীন বলেন, 'দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পরও দুই তত্ত্বাবধায়কের সহযোগিতা না পেয়ে প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি। গবেষণায় অন্য যে দুজনের নাম দেওয়া হয়েছে, তারা আমাকে এ কাজে সাহায্য করেছে।' রাকিব হাসান বলেন, 'গবেষণার কিছু কাজ আমি করেছি। নাম দেওয়ার বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।' এ বিষয়ে জানতে মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফারজানা ইসলাম বলেন, 'আমরা খুব শিগগিরই এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করব।'